W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 69 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 14. 06. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Bartaman,' a Bengali daily dated 14. 06.2018, the news item is captioned ' এন আর এস- এর সিসিইউতে ডায়ালিসিস মেশিন নেই, মর্মান্তিক মৃত্যু সাপে কামড়ানো ২২ বছরের তরুণীর'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 20th July, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

এনআরএস-এর সিসিইউতে ডায়ালিসিস মেশিন নেই, মর্মান্তিক মৃত্যু সাপে কামড়ানো ২২ বছরের তরুণীর

বিশ্বজিৎ দাস • কলকাতা

মর্মান্তিক মৃত্যুতে কি সরকারি লাল ফিতের ফাঁস খুলবে? নাকি তারপরও চোখে ঠুলি পড়ে বসে থাকবে স্বাস্থ্যভবন? সাধারণ মানুষকে নিখরচায় আধুনিক চিকিৎসা দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

মৌমিতা মহাপাত্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও? সাপের কামড় খাওয়া মৌমিতা মহাপাত্র নামে বছর ২২-এর এক তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অভিযোগ উঠেছে, এখানকার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে স্রেফ ডায়ালিসিস মেশিন না থাকায় দেড় বছরের বাচ্চা মেয়ের মা ওই তরুণীর মৃত্যু হল বুধবার। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানা এলাকার উত্তর মুকুন্দপুরে বাড়ি মৌমিতার। এদিন তাঁর বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, ৩ জুন আনাজ তোলার সময় তাঁকে সাপে কামড়ায়। অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। প্রথমে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে

স্বাস্থ্যভবনের লাল ফিতের ফাঁসই কি কারণ?

সর্পাঘাতের চিকিৎসার পরিকাঠামো না থাকায় পাঠানো হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। মৌমিতার দাদা শিবশঙ্কর দে বলেন, ৩ তারিখ রাতে বোনকে শম্ভুনাথে নিয়ে যাই। ওরা কোনও পরিষেবাই দেয়নি বলতে গেলে। ৪ তারিখ প্রায় হাতেপায়ে ধরে এনআরএস-এর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করি। সেখানে থাকাকালীন পাঁচদিন বোন ডায়ালিসিস পায়নি। ডাক্তাররা বলছিলেন, আমরাও বুঝতে পারছিলাম, ওইখানেই যদি মেশিনটি থাকত, বোন বাঁচতে পারত। ঘটনা শুনে ভগ্নিপতি মুর্ছা যাচ্ছেন। কতদিনই বা বিয়ে হয়েছিল ওদের। আমার ছোট্ট দেড় বছরের বোনঝিকে মানুষ করাটাই এখন অভাবের সংসারে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, ডায়ালিসিস মেশিনের অভাবে আর যেন কারও ভাই, বোন, স্বামী , স্ত্রী বা বাবা-মাকে অকালে চলে যেতে না হয়। এনআরএস সূত্রের খবর, ৪ জুন, সোমবার মৌমিতাকে এনআরএস-এর সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। ক্রিয়েটিনিন-এর মাত্রা ছিল বেশ খারাপ, পাঁচ। ৬, ৭ এবং ৮ জুন আম্বু করতে করতে (কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখা) পোর্টেবল ভেন্টিলেটরে ইউএনবি বাড়ির ছ'তলার সিসিইউ থেকে ট্রলিতে নামিয়ে, বেশ কিছুটা দূরে প্রশাসনিক বাড়ির ছ'তলায় ডায়ালিসিস ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। স্যাচুরেশনের মাত্রা কমা, হাইপোটেনশন হয়ে হার্ট ফেলের আশঙ্কা সহ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওইভাবে তিনদিন ডায়ালিসিস চলে। অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হয়। এরপর শনি, রবি ও সোমবার ডায়ালিসিসের দরকার থাকলেও রোগিণীকে আর নিয়ে যাওয়া হয়নি। কেউ বলছেন, সিসিইউ-এর গাফিলতি। কেউ বলছেন, ওই অবস্থায় মৌমিতাকে সরালে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারত। ডায়ালিসিস না পাওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হয়। মঙ্গলবার সিসিইউ-এর মধ্যেই পেরিটনিয়াম ডায়ালিসিস হয়। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার সকাল সাতটা পাঁচ নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

এনআরএস সূত্রের খবর, প্রায় ছ'মাস ধরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যভবনকে কমপক্ষে চারটি ডায়ালিসিস মেশিন দিতে চিঠিচাপাটি করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্তত দু'টি একান্তভাবে সিসিইউ-এর জন্য, যাতে মরণাপন্ন রোগীদের সরাতে না হয়। তারপরও লাল ফিতের ফাঁস খোলেনি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে সিসিইউ-এর ইনচার্জ ডাঃ এস পাল বলেন, ফোনে কথা বলব না। নেফ্রোলজি'র প্রধান ডাঃ পিনাকী মুখোপাধ্যায় বলেন, মেয়েটিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এতদিন ডাক্তারির পরও আজ ঘটনাটি শুনে মন ভেঙে গেল। জানি, কাল সকাল থেকে ফের রোগী বাঁচানোর লড়াইয়ে নামতে হবে। কিন্তু, সত্যিই মনটা ভীষণ খারাপ আজ। তিনি বলেন, সিসিইউতে ডায়ালিসিস মেশিন থাকা আধুনিক চিকিৎসায় অত্যন্ত জরুরি। এনআরএস অধ্যক্ষ ডাঃ শৈবাল মুখোপাধ্যায় বলেন, কী আর বলব, বহুবার স্বাস্থ্যভবনের কাছে চারটে ডায়ালিসিস মেশিন চেয়েছি। সিসিইউতে জলের লাইনও করা হয়েছে। কিন্তু, মেশিন আসেনি। পিজি'র ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের প্রধান ডাঃ আশুতোষ ঘোষ বলেন, অনেক লড়াই-সংগ্রামের পর আমাদের বিভাগে ডায়ালিসিস মেশিন এসেছে। সুগারের রোগী, সাপে কামড়ের কেসে, মাল্টি অর্গান ফেলিওর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা প্রতি মুহূর্তে বুঝছি। হতাশা ঝরে পড়ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্যের গলাতেও। সব শুনে বললেন, দেখি, কী করা যায়।